মেহেরপুরে ইজিবাইক ছিনতাই ও মারধরের অভিযোগে মামলা

মেহেরপুরে ইজিবাইক ছিনতাই ও মারধরের অভিযোগে ৪ জনের বিরুদ্ধে আদালতে মামলা দায়ের করা হয়েছে।

গত ৫ মে মঙ্গলবার মেহেরপুরের সদর আমলী আদালতে হাজির মামলার বাদী আবু জাফর সিদ্দিক এ মামলা দায়ের করেন। যার নম্বর-৪৮৯/২০২৬। মামলাটি আমলে নিয়ে আদালতের বিচারক সদর থানার ওসিকে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন।

আসামীরা হলেন, সদর উপজেলার গোভিপুরের মৃত জিল্লুর রহমানের ছেলে মোঃ হাসান (৪৫), শহরের থানাপাড়ার মৃত আনোয়ার হোসেনের ছেলে মোঃ আসাদুজ্জামান ডাবু (৪৬), হাইস্কুলপাড়ার মৃত নিয়ামতুল্লাহ’র ছেলে মোঃ ইয়ারুল ইসলাম (৪৮), তাঁতীপাড়ার মোঃ আত্তাব কসাই এর ছেলে মোঃ রিপন (৪৪) ।

মামলার এজহারে বাদী বলেন, আমি ইজিবাহক চালক। গত ২৭ এপ্রিল রাত ১১ টার দিকে ইজিবাইক চালানো শেষে বাড়ী ফেরার পথে টিএন্ডটি মোড়ে পৌছালে আসামীরা লোহার রড, রামদা, চাপাতি ও হকিষ্টিক নিয়ে আমার ইজিবাইকের গতিরোধ করে এবং জোর পূর্বক আমাকে ইজিবাইক হইতে নামিয়ে দেয়। এসময় তারা ইজিবাইক ছিনিয়ে নিতে গেলে আমি বাঁধা দেওয়ায় আসামি আসাদুজ্জামান ডাবুর হাতে থাকা লোহার রড দিয়া খুন করার উদ্দেশ্যে আমার মাথায় আঘাত করলে আমি বাম হাতে দিয়ে ঠেকাইলে আঘাতে আমার বাম হাতের কনুইয়ের উপর লাগে এবং মারাত্মক জখম হয়।

এজাহারে তিনি আরো বলেন, এসময় আসামী হাসানের হাতে থাকা হকিষ্টিক দিয়ে আমার পিঠে, মাজায় ও দুই পায়ে এলোপাথাড়ি পিটিয়ে গুরুতর জখম করে দেয়। আসামি ইয়ারুল ও রিপন আমাকে এলোপাথাড়ি লাথি, কিল, ঘুসি মেরে মারাত্মক জখম করে । আমার চিৎকার শুনে সাক্ষীগণসহ পথচলতি লোকজন ছুটিয়া আসলেও অস্ত্রধারী সন্ত্রাসী আসামীদের ভয়ে কেওই আমাকে সাহায্য করতে সাহসী হয়নি। আসামীরা আমার ইজিবাইক চালিয়ে কুষ্টিয়া অভিমুখে চলে যায়। স্থানীয়রা (সাক্ষীগণ) আমাকে উদ্ধার করে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক আমাকে ভর্তি করে নেন এবং তিন দিন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলাম।

মামলায় বাদির আইনজীবী আলামিন হোসেন জানান, মামলাটি আমলে নিয়ে

বিজ্ঞ বিচারক সদর থানার ওসিকে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন।

ঝিনাইদহে ইজি বাইকের চাকায় ওড়না পেঁচিয়ে কলেজ ছাত্রীর মৃত্যু

অনার্স পরীক্ষা শেষ করে ঘুরতে বেরিয়েছিল সুমাইয়া। বাড়ি থেকে বের হয়ে চুয়াডাঙ্গা যাওয়ার পথে ইজি বাইকের মোটরে গলার ওড়না পেঁচিয়ে প্রাণ গেছে সুমাইয়া খাতুন (২৩) নামে এক কলেজ ছাত্রীর।

রোববার বেলা ১টার দিকে ঝিনাইদহ-চুয়াডাঙ্গা মহাসড়কের সাধুহাটী ইউনিয়ন পরিষদের পাশের বোড়াই গ্রাম মাঠ এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

সুমাইয়া হরিণাকুণ্ডু উপজেলার কুলবাড়িয়া গ্রামের হাফিজুর রহমানের মেয়ে এবং একই উপজেলার জুড়াপুকুরিয়া গ্রামের সেলিম রেজার স্ত্রী। তিনি এ বছর সরকারি কেসি কলেজ থেকে অনার্স পরীক্ষা শেষ করেছেন।

স্বজনরা জানান, রোববার দুপুরে সুমাইয়া তার স্বামীর সঙ্গে চুয়াডাঙ্গার আক্কাস লেকভিউ পার্কে বেড়াতে যাচ্ছিলেন। তারা সাধুহাটী মোড় পার হয়ে চুয়াডাঙ্গা অভিমুখে যাওয়ার সময় বুড়াই বাসস্ট্যান্ডের কাছাকাছি পৌঁছালে সুমাইয়ার গলার ওড়না ইজি বাইকের মোটরে পেঁচিয়ে যায়। এতে তিনি মাথায় আঘাত পেয়ে গুরুতর আহত হন। পরে তাকে দ্রুত ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে নেওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

ঘটনাস্থল পরিদর্শন শেষে ঝিনাইদহ সদর হাইওয়ে থানার পুলিশ বিকাল ৪টার দিকে পরিবারের কাছে সুমাইয়ার মরদেহ হস্তান্তর করে। সুমাইয়ার মৃত্যুর খবরে পরিবারে শোকের ছায়া নেমে আসে।

মেহেরপুরে ইজিবাইক চালককে পিটিয়ে ছিনতাইয়ের চেষ্টা

মেহেরপুরে শাহিন নামের এক ইজিবাইক চালককে পিটিয়ে গুরুতর আহত করে তার ইজিবাইক ছিনতাইয়ের চেষ্টা চালিয়ে ব্যর্থ হয়েছে ছিনতাইকারীরা। চালকের সাহসিকতা ও প্রতিরোধের মুখে শেষ পর্যন্ত পালিয়ে যেতে বাধ্য হয় তারা।

আহত শাহিন মেহেরপুর শহরের নতুনপাড়া এলাকার মৃত সুরাত আলীর ছেলে। বর্তমানে তিনি মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

আহত শাহিন জানান, সোমবার ভোরে ঢাকা থেকে আসা এক যাত্রীকে সদর উপজেলার সহগলপুর স্কুলের কাছে নামিয়ে দিয়ে তিনি মেহেরপুর শহরের দিকে ফিরছিলেন। পথিমধ্যে মনোহরপুর কবরস্থানের কাছে পৌঁছালে সড়কের ওপর ফেলে রাখা কলাগাছ দেখতে পান। তিনি দ্রুতগতিতে সেটি অতিক্রম করার চেষ্টা করেন। প্রথমবার কলাগাছটি পার হতে পারলেও পরবর্তী ধাপে ফেলে রাখা আরেকটি কলাগাছে আটকে তার ইজিবাইকটি উল্টে যায়।

এ সময় পাশের একটি বাগান থেকে মুখোশ পরিহিত সাতজন ছিনতাইকারী তাকে টেনে নিয়ে যায়। তারা তার গায়ে থাকা চাদর ছিঁড়ে হাত বেঁধে ব্যাপক মারধর করে। একপর্যায়ে তিনজন তাকে আটকে রাখে এবং অপর চারজন ইজিবাইকটি নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। তবে গাড়িটি উল্টে যাওয়ার ফলে ব্যাটারির তার ছিঁড়ে যাওয়ায় তারা ইজিবাইকটি চালু করতে ব্যর্থ হয়।

পরে সুযোগ বুঝে শাহিন তার হাতের বাঁধন খুলে ফেলতে সক্ষম হন। ছিনতাইকারীদের কাছে কোনো ধারালো অস্ত্র না থাকায় তিনি সাহসিকতার সঙ্গে তিনজনের ওপর প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। এ সময় বাকি চারজনসহ সবাই ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়।

পরে তিনি বাড়িতে ফোন করলে পরিবারের লোকজন তাকে উদ্ধার করে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করেন।

এ বিষয়ে সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হুমায়ুন কবির বলেন, “এ ঘটনায় এখনো কোনো লিখিত অভিযোগ পাওয়া যায়নি। অভিযোগ পেলে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।”

মেহেরপুরে ইজিবাইক ও অটো চালকদের সাথে পুলিশ সুপারের মতবিনিময়

সড়ক দুর্ঘটনা রোধ ও যানজট নিরসনে ইজিবাইক, অটো রিক্সা এবং ভ্যান চালক সমিতির নেতৃবৃন্দদের সাথে মতবিনিময় করেছেন পুলিশ সুপার উজ্জ্বল কুমার রায়।

আজ শনিবার (২০ ডিসেম্বর) দুপুর সাড়ে ১১টার দিকে পুলিশ সুপারের কনফারেন্স রুমে এই আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন জেলার পুলিশ সুপার উজ্জ্বল কুমার রায়।

পুলিশ সুপার বলেন, সড়ক দুর্ঘটনা রোধে চালকদের সচেতনতার কোনো বিকল্প নেই। সাধারণ মানুষের যাতায়াত নির্বিঘ্ন করতে এবং প্রাণহানি কমাতে পুলিশ ও চালক সমিতিকে একযোগে কাজ করতে হবে।

সভায় জেলার ইজিবাইক, অটো রিক্সা ও ভ্যান চালক সমিতির শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

আলমডাঙ্গায় ইজিবাইকের ধাক্কায় কিশোরের মৃত্যু

আলমডাঙ্গায় সড়ক পার হতে গিয়ে ইজিবাইকের ধাক্কায় কিশোরের মৃত্যু হয়েছে।

গতকাল শনিবার বিকেলে উপজেলার ডাউকি ইউনিয়নের বাদেমাজু হাজামপাড়া

এলাকার সড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। দুর্ঘটনার পর ইজিবাইক চালক দ্রুত ঘটনাস্থল থেকে গাড়ি নিয়ে পালিয়ে যায়।

নিহত শিশির আহমেদ মিহিন (১২) ডাউকি ইউনিয়নের হাজামপাড়ার আক্তার ফারাজীর ছেলে। দুই ভাই ও এক বোনের মধ্যে সে সবার ছোট।

স্থানীয়রা জানান, শনিবার বিকেলে নিজ বাড়ি থেকে সড়ক পার হওয়ার সময় দ্রুতগতিতে ছুটে আসা একটি ইজিবাইক তাকে ধাক্কা দেয়। ধাক্কায় মিহিন সড়কে পড়ে গেলে গাড়িটি তার শরীরের ওপর দিয়ে চলে যায়। এতে সে গুরুতর আহত হয়।

পরিবারের সদস্যরা তাকে উদ্ধার করে আলমডাঙ্গার একটি ক্লিনিকে নিয়ে প্রাথমিক চিকিৎসা দেন। পরবর্তীতে তার শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে দ্রুত কুষ্টিয়া সদর হাসপাতালে নেওয়ার পথে মিহিনের মৃত্যু হয়।

সড়ক দুর্ঘটনায় মিহিনের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে। তার মা বারবার মূর্ছা যাচ্ছেন বলেও জানা গেছে।

এ ঘটনায় আলমডাঙ্গা থানার ওসি মাসুদুর রহমান জানান, বাড়ি থেকে বের হয়ে সড়ক পার হওয়ার সময় ইজিবাইকের ধাক্কায় কিশোরটি আহত হয় এবং পরে কুষ্টিয়ায় নেওয়ার পথে তার মৃত্যু হয়। পরিবারের সদস্যরা অপমৃত্যুর মামলার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। তদন্ত সাপেক্ষে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

আলমডাঙ্গায় ইজিবাইকের সঙ্গে মোটরসাইকেল সংঘর্ষ, আহত ৪

আলমডাঙ্গার নওদাপাড়া নতুন ব্রিজ সংলগ্ন এলাকায় সড়ক দুর্ঘটনায় চারজন আহত হয়েছেন।

জানা গেছে, সরজগঞ্জ জলীবিলে গ্রামের বাসিন্দা তোতা মিঞা তার স্ত্রী তানিয়া খাতুনের চিকিৎসার উদ্দেশ্যে পরিবারের চারজনকে নিয়ে অটোরিকশায় করে কুষ্টিয়ায় যাচ্ছিলেন। নওদাপাড়া নতুন ব্রিজ সংলগ্ন স্থানে পৌঁছালে একটি মোটরসাইকেলের সঙ্গে মুখোমুখি ধাক্কা

লাগে।

মোটরসাইকেল চালক আমিরুল ইসলাম আলমডাঙ্গা উপজেলার কুমারী ইউনিয়নের দুর্লভপুর গ্রামের মৃত কুদরত আলির ছেলে। দুর্ঘটনায় মোটরসাইকেল চালকের অবস্থা গুরুতর হওয়ায় তাকে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে রেফার করা হয়েছে।

দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন আব্দুল আলিমের স্ত্রী পলি খাতুন, মেয়ে চম্পা খাতুন, ছেলে তোতা মিঞা ও তার স্ত্রী তানিয়া খাতুন।

আহতদের আলমডাঙ্গা ফাতেমা ক্লিনিকে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে। এরপর তোতা মিঞা ও তার স্ত্রী তানিয়া খাতুনকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। অন্য দুইজন, পলি খাতুন ও চম্পা খাতুনকে উন্নত চিকিৎসার জন্য চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে রেফার করা হয়েছে।

আলমডাঙ্গায় রাস্তা পারের সময় ইজিবাইকের ধাক্কায় প্রাণ গেল শিশু রাহেনের

আলমডাঙ্গার রোয়াকুলি গ্রামে রাস্তা পারাপারের সময় অটোরিকশার ধাক্কায় শিশু রাইহানের করুণ মৃত্যু। আলমডাঙ্গা উপজেলার জেহালা ইউনিয়নের রোয়াকুলি গ্রামে সড়ক দুর্ঘটনায় শিশু রাইহান উদ্দিনের করুণ মৃত্যু হয়েছে।

জানা গেছে, রোয়াকুলি গ্রামের প্রবাসী শামিম হোসেনের ছেলে রাইহান উদ্দিন বৃহস্পতিবার সকাল ১০টার দিকে রাস্তা পার হয়ে মুদির দোকানে চিপস কিনতে যায়। চিপস কিনে ফেরার পথে রাস্তা পার হওয়ার সময় মুন্সিগঞ্জ থেকে দ্রুতগতিতে ছুটে আসা একটি অটোরিকশা তাকে ধাক্কা দেয়।

স্থানীয়রা রাইহানকে উদ্ধার করে আলমডাঙ্গা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

দামুড়হুদায় ইজিবাইক-আলমসাধু সংঘর্ষে মসজিদের মুয়াজ্জিন নিহত

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদায় ইজিবাইক-আলমসাধু মুখামুখি সংঘর্ষ ইজিবাইকর যাত্রী বরকত আলি (৫৫) নিহত হয়েছেন। নিহত বরকত আলি দামুড়হুদা উপজেলার হাতিভাঙ্গা গ্রামের মৃত বুদো মোল্লার ছেলে ও হাতিভাঙ্গা মসজিদের মুয়াজ্জিন ছিলেন।

আজ রোববার (৩১আগস্ট) সকাল ১০টার দিকে উপজেলার মুক্তারপুর মোল্লা বাজার নামক স্থানে এই দুর্ঘটনা ঘটে।

দামুড়হুদা সদর ইউপির ৮ নং ওয়ার্ড সদস্য মুক্তারপুর গ্রামের হাসান আলী জানান, বরকত আলী সকালে কার্পাসডাঙ্গা বাজার থেকে বাজার করে ব্যাটারী চালিত ইজিবাইক যোগে বাড়ী ফিরছিল।

ইজিবাইকটি দামুড়হুদা – কার্পাসডাঙ্গা সড়কের মুক্তারপুর ফেরিঘাট নামক স্থানে পৌছালে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি দ্রুত মাছ বহনকারী স্যালোইঞ্জিন চালিত অবৈধ যান আলমসাধুর সাথে মুখোমুখি ধাক্কা লাগে।

এতে ইজিবাইকটি দুমড়ে মুচড়ে যায়। এময় বরকত আলী সড়কের উপর ছিটকে পড়ে মাথাসহ মুখমন্ডলে আঘাত পেয়ে গুরতর জখম হন এবং ঘটনাস্থলেই মারা যায়।
দামুড়হুদা মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মতর্তা হুমায়ন কবীর ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, খবর পেয়ে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। এখনো কেউ কোন অভিযোগ করেনি অভিযোগ পেলে তদন্ত পূর্বক ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

মেহেরপুরে ইজিবাইক চালক জামাল হত্যা মামলায় একজনের মৃত্যুদণ্ড

মেহেরপুর সদর উপজেলার শোলমারী গ্রামের ইজিবাইক চালক জামাল হোসেন হত্যা মামলার একমাত্র আসামি বাচ্চু মিয়াকে মৃত্যুদণ্ড (ফাঁসি) দিয়েছেন আদালত। একইসঙ্গে তাকে ৫০ হাজার টাকা অর্থদণ্ড, অনাদায়ে আরও দুই বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে।

আজ সোমবার (২৮ জুলাই) দুপুরে মেহেরপুরের জেলা ও দায়রা জজ এস এম নাসিম রেজা এ রায় ঘোষণা করেন। দণ্ডপ্রাপ্ত বাচ্চু মিয়া সদর উপজেলার শোলমারী গ্রামের আব্দুল লতিফের ছেলে।

মামলার বিবরণে জানা গেছে, ২০২২ সালের ৮ সেপ্টেম্বর মেহেরপুর সদর উপজেলার নতুন শেখপাড়া এলাকার একটি লিচু বাগান থেকে জামাল হোসেনের (৫৪) মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ। তিনি পেশায় একজন ইজিবাইক চালক ছিলেন। ঘটনার পরদিন নিহতের ছোট ভাই আলমগীর হোসেন বাদী হয়ে অজ্ঞাত আসামি করে মেহেরপুর সদর থানায় হত্যা মামলা করেন। তদন্ত শেষে পুলিশ শোলমারী গ্রামের আব্দুল লতিফের ছেলে বাচ্চু মিয়াকে একমাত্র আসামি করে আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল করেন তদন্তকারী কর্মকর্তা (পরিদর্শক) মেছবাহ উদ্দিন আহমেদ। মামলার অভিযোগত্র, দীর্ঘ সাক্ষ্যগ্রহণ ও শুনানি শেষে আদালত আসামি বাচ্চু মিয়াকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করেন।

মামলায় রাষ্ট্রপক্ষে পাবলিক প্রসিকিউটর (পিপি) সাইদুর রাজ্জাক এবং আসামি পক্ষে এহান উদ্দিন মনা আইনজীবীর দায়িত্ব পালন করেন। আদেশ ঘোষণার পর রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী সাইদুর রাজ্জাক বলেন,

“আদালতের এই রায়ে আমরা সন্তুষ্ট। জামাল হত্যার বিচার পেয়ে তার পরিবার স্বস্তি পাবে বলে আশা করছি।”

অন্যদিকে আসামিপক্ষের আইনজীবী অ্যাডভোকেট এহান উদ্দিন মনা বলেন, “আমরা এই রায়ের বিরুদ্ধে উচ্চ আদালতে আপিল করব।”

রায় ঘোষণার সময় আসামি বাচ্চু মিয়া আদালতে উপস্থিত ছিলেন। পরে পুলিশি পাহারায় তাকে মেহেরপুর জেলা কারাগারে পাঠানো হয়।

মেহেরপুরে চালককে ছুরিকাঘাত করে ইজিবাইক ছিনতাই

মেহেরপুর সদর উপজেলার আলমপুর এলাকায় ছিনতাইকারীদের হামলায় মোঃ শিপন নামের এক ইজিবাইক চালক গুরুতর আহত হয়েছেন।

বৃহস্পতিবার ভোররাতে এ ঘটনা ঘটে। আহত শিপন আলী শহরের নতুন পাড়ার বাসিন্দা মোঃ আবুল হাশেমের ছেলে।

জানা যায়, ভোরে মেহেরপুর বি এম মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সামনে থেকে চারজন ব্যক্তি যাত্রী সেজে গাংনী যাওয়ার কথা বলে ২৫০ টাকার ভাড়ায় একটি ইজিবাইক ভাড়া নেন। ইজিবাইকটি আলমপুর ধোসার পাড়ার মাঝামাঝি পৌঁছালে হঠাৎ তারা চালক শিপনের উপর হামলা চালিয়ে তাকে ছুরিকাঘাত করে। এরপর রাস্তার পাশে তাকে ফেলে দিয়ে ইজিবাইকটি নিয়ে দ্রুত পালিয়ে যায়।

পরে ফজরের নামাজ শেষে স্থানীয় কয়েকজন মুসল্লি বাড়ি ফেরার পথে রক্তাক্ত অবস্থায় শিপনকে দেখতে পেয়ে দ্রুত তাকে উদ্ধার করে মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করেন। বর্তমানে সে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে।